দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

১০ দিনব্যাপী বইমেলার মুক্ত মঞ্চে বক্তব্য রাখেন কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। —সংবাদ

যশোরে বইমেলায় ছিল মানুষের ঢল

।রুকুনউদ্দৌলাহ্।

যশোর ঃ যশোরে ১০ দিনব্যাপী বইমেলা শেষ হয়েছে। এবারের বইউমলায় মানুষের ঢল নামে। রাজধানী থেকে আগত কবি, সাহিত্যিক ও পুস্তক প্রকাশক সমিতির কর্তারা বলেছেন, ঢাকার বাইরে এত বড় বাইমেলা দেশের আর কোথাও হয়নি। মানুষ প্রচুর বই কিনেছে। এবারের মেলায় ৩ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

বইমেলা উপলক্ষে টাউন হল ময়দানের মুক্তমঞ্চ থেকে প্রতিদিন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, কবিতা পাঠের আসর, আবৃত্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কিশোরদের জন্য আয়োজন করা হয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার। এর মধ্যে ছিল উপস্থিত গদ্যপাঠ, কবিতা আবৃত্তি, হাতের লেখা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, গল্প বলা, উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতা ও ছড়া আবৃত্তি এবং দলগত বিতর্ক। বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিশুর সার্বিক বিকাশে বই একমাত্র সহায়ক' এবং 'সন্ত্রাস দমনে গ্রন্থই একমাত্র হাতিয়ার।' এসব বিষয়ে বিজয়ীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গোলাম রহমান। যশোর ইন্সটিটিউট এই বইমেলার আয়োজক। বইমেলার দ্বিতীয় দিনের আলোচনার বিষয় ছিল 'যশোরের লেখকদের প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয়'। সভাপতিত্ব করেন মুন্সী হাফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন কবি আজিজুল হক। তিনি বলেন, যশোরের অতীত ইতিহাস কবি, সাহিত্যিক এবং কলাকৃষ্টি ও সংস্কৃতি যশোরবাসীকে গৌরবান্বিত করেছে। যশোরের কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সবসময় অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন।

'গ্রন্থ প্রকাশনায় সংকট' শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক শাখাওয়াৎ হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির প্রতিনিধি মুজিবুর রহমান খোকা। আলোচনা করেন কল্যাণ সম্পাদক একরাম উদ্‌দৌলা।

'সমকালীন নাটকে সমাজ ও জীবন প্রবাহ' শীর্ষক আলোচনার প্রধান অতিথি ছিলেন আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত ও মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে আমাদের যে নাট্যশিল্প গড়ে উঠেছে তা ততদিন থাকবে, যতদিন আমাদের স্বাধীন ভূখন্ড থাকবে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহসিন আলী।

'বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের সংকট' শীর্ষক আলোচনার প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। তিনি বলেন, বর্তমানে যে সমস্ত উপন্যাস জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেগুলো উপন্যাস ও ছোট গল্প কোনটির আওতায় পড়ে না। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আফসার আলী।

'রাজনীতিতে গ্রন্থের ভূমিকা' এ বিষয়ের মুখ্য আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট লেখক নূরুল হুদা মির্জা। তিনি বলেন, সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে গ্রন্থের কোন বিকল্প নেই। তিনি রাজনীতিতে গ্রন্থের ভূমিকা প্রসঙ্গে রুশ বিপ্লব, কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, মাও সেতুং, লেনিনের লেখা গ্রন্থ এবং এসব বইয়ের পরবর্তী ঘটনা কিভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করেছে তা গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যশোর আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, এডভোকেট কাজী সাইদুর রহমান রাজা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শেখ রবিউল আলম।

'বাংলা কবিতায় প্রেম ও দ্রোহ' বিষয়ক আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। সভাপতিত্ব করেন কবি আজিজুল হক। প্রধান অতিথি বলেন, বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রেম ও দ্রোহ চিরন্তন। তিনি বলেন, হাসিকান্না, প্রেম-ভালবাসা, বিদ্রোহ, ক্ষুধা, যন্ত্রণা, আমাদের জীবনের মৌলিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন কবি দারা মাহমুদ, কবি ফখরে আলম প্রমুখ।

শিশু সাহিত্যিক আলী ইমাম বলেন, ৬০-এর দশকে উন্নতশীল বিশ্বের হোতারা নীলনকশা তৈরি করেছিল কি করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের ধ্বংস করা যায়। তার আলোচনার বিষয় ছিল 'শিশুর সার্বিক বিকাশে বই একমাত্র সহায়ক।' আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন নূরুল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রযুক্তির যুগ শিশুদের মননকে কঠিন করে দিচ্ছে। সে মন মাস্টার দা সূর্য সেনের ইতিহাস জানে না। তারা জানে না প্রীতিলতা কেমন করে যুদ্ধ করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। এরা জানে না মনোরমা মাসীমার কথা। ক্ষুদিরামের বীরত্বের কথা। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের কথা। এরা জানে বায়োনিক ওমান, সিক্স মিলিয়ন ডলারম্যান, ম্যাকগাইভারের কথা।

'কথা সাহিত্যে বিষয় বৈচিত্র' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন। সভাপতিত্ব করেন মতিয়ার রহমান। ইমদাদুল হক মিলন বলেন, সাম্প্রতিক কথা সাহিত্যে দু' একটি বিষয় বাদে প্রায় সবকটি বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে।

মেলার স্টল থেকে শিশু-কিশোররা বই কিনছে। —সংবাদ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক পুস্তক আলোচনার সভাপতি ছিলেন খালিদা রহমান। আলোচনায় অংশ নেন আবদুর রাজ্জাক খান, হাসান ইমাম, ইসরারুল হক প্রমুখ।

বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক মোবারক হোসেন খান। এবারের বইমেলায় ৩ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে হুমায়ুন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলনের বই। এছাড়া কবিতার বই বিক্রি হয়েছে বেশি নির্মলেন্দু গুণের। তসলিমা নাসরিন, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহও কম যাননি। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও শিশু-কিশোরদের বই এবারের মেলায় প্রচুর বিক্রি হয়েছে। জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলি বইটি মুহূর্তেই নিঃশেষ হয়ে যায়। মেলায় ১২টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেয়।